

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-883-7150-4

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য ইউ এস ট্রেড শো স্বাগত অভ্যর্থনা রূপসী বাংলা, ঢাকা বুধবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

অ্যামচেম প্রেসিডেন্ট আফতাবুল ইসলাম

অ্যামচেম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জেফ স্ট্রং

অ্যামচেম এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর গফুর

সবাইকে স্বাগতম বাংলাদেশে ২২তম বার্ষিক ইউএস ট্রেড শো এর এই সন্ধ্যায় এখানে আসার জন্য। আমি এখানে বিশেষভাবে স্বাগত জানাতে চাই আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স অফ ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিদের যারা ১৭ টি আমেরিকান কোম্পানিকে নিয়ে এসেছে এবং যার নেতৃত্বে রয়েছেন, জিই'র গ্রোথ ইনিশিয়েটিভ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিশাল ওয়াংচু। আমরা আনন্দিত যে আপনারা আসতে পেরেছেন... আমি মনে করি আপনারদের এ সফর ফলপ্রসূ হবে।

আমি মনে করি এখানে আমরা সবাই বাতাসে এক উত্তেজনা অনুভব করছি আগামীকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে। প্রকৃতই এ ব্যাপারে উত্তেজনার আবকাশ রয়েছে।

বাংলাদেশে অনেক কিছুই ঘটছে। গত দু' দশকে গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬% এর উপরে থাকা এ দেশটি আজ দ্রুত বিকাশমান দেশে পরিণত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে.. এবং আমেরিকা এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বড় অংশ।

আমেরিকা বাংলাদেশের বৃহৎ বাজার। আমেরিকা বাংলাদেশের বৃহৎ বিনিয়োগকারী। একটি আমেরিকান কোম্পানি দেশের সর্ববৃহৎ কর প্রদানকারী। আমেরিকা ৩য় বৃহত্তম রেমিটেন্স পাঠানো দেশ। আমেরিকা ২য় বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার।

আমেরিকায় বাংলাদেশের রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারের (৬৪০০০ কোটি) বেশী এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশে আমেরিকার রপ্তানি দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ১ বিলিয়ন ডলারের(৬৮০০ কোটি) উপরে। বাণিজ্যের এই প্রসার শুধুমাত্র পরিসংখ্যান দিয়ে মাপা ঠিক হবে না; এর অর্থ কর্মসংস্থান সৃষ্টি.. বাংলাদেশে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং আমেরিকায় প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমার লক্ষ্য এ বাণিজ্য আরো প্রসার ঘটানো। আমি বাংলাদেশে আমেরিকার রপ্তানি আবারো দ্বিগুণ করতে চাই। এবং বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্রে বহুবিধ রপ্তানি প্রসারের মাধ্যমে আমেরিকায় তার রপ্তানি বাড়াতে সচেষ্ট।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-883-7150-4

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://dhaka.usembassy.gov>



আমি মনে করি এই ট্রেড শো আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে যার ফলে দু'দেশের জনগণ লাভবান হবে। কালকে এই শো যখন উন্মোচন হবে এ দেশে আমেরিকার সেবা ও পণ্য সম্পর্কে সম্বন্ধ ধারণা পাবে বাংলাদেশ।

আমি মনে করি স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা বাংলাদেশের অংশীদার কারণ দেশটি মধ্য আয়ের দেশে উন্নিত হওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে, এমন বাংলাদেশ যেখানে সকল পরিবারের জন্য নিরাপদ আবাস, যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য, সুস্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আমেরিকার ব্যবসা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। আমেরিকান ব্যবসা বাংলাদেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং সর্বোচ্চ কৃষ্যবস্থাপনা, প্রবৃদ্ধি ও নতুন আবিষ্কার নিয়ে আসতে পারে। আমেরিকান প্রযুক্তি এবং স্বকীয়তা বাংলাদেশের জনগণের প্রাণশক্তি, গতিশীলতা, সৃজনশীলতা, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও সহিষ্ণুতার সাথে মিলে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সফলতার উচ্চ কৃষ্ণশলা তৈরী করবে যা নতুন বাংলাদেশ গড়তে, একটি মধ্য আয়ের বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করবে।

আমি অভিবাদন জানাই অ্যামচেম বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের ৫০ টির বেশী প্রদর্শনকারী নিয়ে অরো একটি চমক কাঙ্কিউএস ট্রেড শো সফলভাবে আয়োজনের জন্য। আমি আশা করি আপনারা গর্ববোধ করবেন সোনার বাংলা গড়ার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার জন্য।

আমি জেফ স্ট্রিং ও শেভরনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা আয়োজনের জন্য। শেভরন আমেরিকার অন্যতম একটি কোম্পানি এবং কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পন্সিবিলিটি'র মডেল যা বাংলাদেশের জ্বালানী উন্নয়নকে সমর্থন করছে। আমি এই চমক কাঙ্কাম্পানির সহচর্যে আসতে পেরে গর্বিত, আগামী সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়ায় কর্পোরেট হেডকোয়ার্টারে আমি এ বার্তা প্রদান করব।

আবারো আপনারদের সকলকে ধন্যবাদ, বিশেষত প্রদর্শনকারী, যারা এই ট্রেড শো কে সম্ভবপর করেছেন।

আমি আগামীকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবারো আপনারদের সাথে দেখা হওয়ার প্রতিক্ষায় থাকলাম।

ধন্যবাদ।

=====

*বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত